WOMEN IN DISASTER RISK MANAGEMENT:
Reality, Limitation and Opportunities

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী:
বাস্তবতা, সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ

GRRIPP
Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CDD Centre for Disability in Development
Bringing hope, dignity and meaning to life

Women in Disaster Risk Management: Reality, Limitation and Opportunities
(দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী: বাস্তবতা, সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ)

Story collection and draft preparation:
Anamika Afroj
Md. Shamim Hossain

Editing:
Anika Rahman Lipy

Photographs:
Masud Kaysar

Graphics design:
Md. Sharafat Ali

Acknowledgements:
Community Volunteers of the project from Sarankhola and Savar

Date of Publication:
Vadro 1430, August 2023

Published by:
A.H.M. Noman Khan
Executive Director
Centre for Disability in Development (CDD)
A-18/6, Genda, Savar, Dhaka-1340
Mobile: 01713021695
Email: info@cdd.org.bd, Website: www.cdd.org.bd

© Copyright: Centre for Disability in Development (CDD)

ISBN:-984-8305-00-64

This booklet is published under GRRIP South Asia-IDMVS, Dhaka University & CDD partnership project. Supported by: UKRI, Led by University College London (UCL)' UK

Disclaimer: The testimonial expressed in the stories are individual experiences, reflecting their own life. For some stories shared information have been shortened, so that too personal details are not presented.

All the photographs used in this book are taken with explicit consent from the project participants who participated in the photo shoot. All related information is collected directly from them with consent to further use for non-profit purposes.

PREFACE

Bangladesh is not new to Disaster Risk Management (DRR) and CDD has been promoting the inclusion of persons with disabilities in the DRR programmes and policy guideline for about one and half decade. CDD was also fortunate enough to forge a partnership with the IDMVS, Dhaka University and has been collaborating with each other in various initiatives.

CDD was awarded “Participation of Persons with Disabilities in Disaster Risk Reduction: Developing Theoretical Model for Gender Responsive Resilience and Intersectionality” project by the GRRIPP south Asia/ IDMVS, DU with funding of UKRI. The objective of this project is to develop a people centered model through an effective DiDRR practice for integrating persons with disabilities in gender responsive resilience and intersectionality.

‘Women in Disaster Risk Management: Reality, Limitations and Opportunities’ booklet of stories have been develop as one of the deliverables of the project, to illustrate the trials women go through to cope with natural and human induced disasters and triumphs they can achieve if opportunities are created. It contains 15 stories of women and girls with and without disabilities, focusing gender and intersectionality. Reading these stories makes us to think that it is very important to see things from the equality perspectives, but also compels us to think that consideration of intersectionality is also outmost necessary.

It is our expectation that, these stories will make the DRR practitioners to use the lens of gender equality and intersectionality during designing programmes and projects, which will pave the road of inclusion for all.

A.H.M Noman Khan
Executive Director
Centre for Disability in Development (CDD)

BLANK PAGE

CONTENTS

AKHI AKTER: Resilience is the key to survive as a girl with disability 2

Asha Khatun Hijra: His/Her Story and DRR 6

Babita Karmaker: Story of beating marginalization 10

Mrs. Darfin Akter: Community Leadership and breaking the gender based barriers 14

Bijaya Sheel Devi: Disaster Vulnerability-from the Perspective of Intersectionality and Gender 18

Jhumjhumi: A challenging life journey 22

Farzana Akter Lakhee Biswash: Unbroken Spirit 26

Jobeda Begum: A Journey towards Empowerment and Resilience 30

Kabita Rani: Gender, Disability, Disaster and Resilience 34

Razia Sultana: A Women with Disability's Journey towards Empowerment 38

Salma Begum: My Journey as a Woman Volunteer of Cyclone Preparedness Programme 42

Samapti Dakua: Gender, Disability, Caregiving and Disaster Vulnerability 46

Shireen Akhter: The epitome of intersectionality 50

Sufia Begum: A Resilient Warrior's Journey 54

আঁখি আক্তার

টিকে থাকার জন্য সহনশীলতা

আমি আঁখি আক্তার, বয়স ১৫ বছর। আমি গাইবান্ধা জেলার একটি গ্রামে ২০০৭ সালের মার্চ মাসের ১৬ তারিখে জন্ম গ্রহণ করি। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় এক দশক পূর্বে তারা ঢাকা চলে আসে এবং তার ১ বছর পরে আমাকেও নিয়ে আসে। এরপর থেকেই আমরা সাভারে বসবাস শুরু করি। আমার বাবা পেশায় একজন ইজিবাইক মেকানিক ও মা বিভিন্ন স্থানে বাবুর্চি হিসেবে কাজ করে। আমি জন্মলগ্ন থেকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাম চোখে কিছুই দেখতে পারি না এবং ডান চোখে মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখি। বর্তমানে আমি ৭ম শ্রেণীর একজন নিয়মিত ছাত্রী। ৪র্থ শ্রেণীর থেকে আমার দৃষ্টি সমস্যার অবনতি হতে থাকে ।

এর জন্য আমাকে দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- কাজ করার সময় মাঝে মাঝে ডান চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় এবং সেই সময় আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, ২-৩ ফিট দূরত্বের কিছু পরিস্কারভাবে দেখতে পারি না এবং ছাপা অক্ষরও পড়তে সমস্যা হয়। আমার এই প্রতিবন্ধিতার জন্য আমি প্রচন্ড হতাশাগ্রস্থ হই এবং পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। আমার সহপাঠীরা আমার সাথে নেতিবাচক আচরণ করে থাকে, যার কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি হয় না এবং তাদের কাছে কোন প্রকার সহযোগিতা চাইতেও আমার অস্বস্তিবোধ হয়। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ভালো আচরণ করেন এবং সব সময় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় কোচিং ফি মওকুফ করে দিয়েছেন। অনলাইনে সুবর্ণ নাগরিক কার্ডের জন্য নিবন্ধন করতেও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, কারণ, আমাদের স্থায়ী ঠিকানা গাইবান্ধা জেলায় আর আমরা বর্তমানে বসবাস করছি সাভার, ঢাকা জেলায়।

আমার প্রতিবন্ধিতার কারণে আমি যেকোন দুর্ঘটনার উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে

রয়েছি, কিন্তু আমি কৌশল খাটিয়ে চেষ্টা করি সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য। যখন আমি চোখে ঝাপসা দেখা শুরু করি, তখন কিছুক্ষণ সময় নিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখি এবং কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। এছাড়া দূরের কিছু দেখতে অসুবিধা হলে পাশে কেউ থাকলে, তার সাহায্য নিয়ে বুঝার চেষ্টা করি। আমি জানি যে, আমার দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি, কিন্তু এতে আমি ভীত না, কারণ অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্প সংক্রান্ত মকড্রিলে আমি অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া আমার এলাকার প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ে প্রশিক্ষিত আরবান স্বেচ্ছাসেবীদেরও আমি চিনি।

আমি আমার পরিবারে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ করে থাকি, যেমন- পরিবারের সবাইকে অগ্নিকান্ড নিয়ে সচেতন থাকতে বলি এবং রান্না ঘরে পানি ভর্তি বালতি রেখে দিতে বলি, অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ রাখা নিশ্চিত করি, মশার কয়েল থেকে যাতে আগুন না লাগে, সেজন্য দাহ্য নয় এমন পাত্র ব্যবহার করি ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী মানুষদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য আমার কিছু পরামর্শ হলো, ক) এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে (এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও), খ) তাদের মধ্যে যারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে, তাদের আলাদা করে তালিকা প্রস্তুত করা, গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে জেলারই বাসিন্দা হোক না কেন তারা যেনো যে কোনো স্থানে নিবন্ধিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা, ঘ) প্রতিবন্ধী ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির প্রক্রিয়া সহজ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

সবশেষে আমি বলবো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে, কারণ আত্ম-নির্ভরশীল এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম হওয়ার জন্য এটি ভীষনই গুরুত্বপূর্ণ।

AKHI AKTER

Resilience is the key to survive as a girl with disability

Hi, I am Akhi Akter and 15-year-old. I was born on March 16, 2007, in a village of Gaibandha district. Due to financial difficulties, my family relocated to Dhaka a decade ago, and I joined them a year later. Since then we have been residing in Savar. My father works as a rickshaw mechanic, while my mother works as a cook.

My vision has been impaired since birth, there is no vision in my left eye and there is occasional blurriness in my right eye. Currently I am a student of 7th grade. My visual impairment began to worsen in my right eye when I was studying in the 4th grade.

I face several challenges due to the vision problems in my daily life e.g. experiencing blurred vision, which disrupts my tasks and frustrates me, can't see objects clearly that are 2-3 feet from me, and reading is challenging also. I

feel quite disheartened due to my disability, which has also affected my studies. My classmates tend to mistreat me and I find it difficult to make friends or receive assistance from my classmates. However, the teachers are very supportive, and my school fees have been waived due to my family's financial situation. I am facing difficulties to complete online registration for Golden Citizen Card (disability ID card) due to migrating from Gaibandha to Savar.

Being visually impaired places me at a higher risk of accidents, but I employ strategies to mitigate these risks. When my vision blurs, I close my eyes briefly and sit still until I can see a bit better. When I encounter difficulty seeing something far away, I rely on someone nearby to help me understand that. I understand that, I am at a high risk of disaster related vulnerabilities, but I am not afraid, as I have participated in mock drills organized by the Ward Disaster Management Committee and I know there are urban volunteers, who are trained on disability inclusive search, rescue and evacuation.

I am practicing some disaster preparedness measures in our home, e.g. keeping a bucket of water in the kitchen, making sure the electric switches are switched off when they are not in use, using non-flammable plates for mosquito coils etc.

If I am asked then I will recommend several measures to reduce disaster risk and assist persons with disability before and after disasters. These includes a) creating a comprehensive list of all the persons with disabilities living in the area, b) identifying those who are most vulnerable, c) simplify the process online registration for disability ID card regardless of one's living location, d) increasing disability allowances and simplifying stipend systems for students with disability.

Finally I would request the concerned authority to establish more inclusive schools as that is most critical for us to move towards self-reliance and become resilient to disaster related risks.

আশা খাতুন হিজড়া

জেন্ডার পরিচয়ের কাহিনী

আমি আশা খাতুন হিজড়া এবং আমার বয়স ৩০ বছর। আমার আদি নিবাস হলো লালমনিরহাট জেলা, যেখানে তিস্তা নদীর পাড়ে আমাদের বাড়ি ছিলো। নদী ভাঙনে আমাদের বাড়ি ভেসে যাওয়ার পর আমরা আশ্রয় নেই সরকারি জমিতে। আমার বাবার দশ সদস্যের পরিবার এখনো সেখানে বসবাস করছে। জন্মের পর ধীরে ধীরে যখন বড় হতে থাকি তখন বুঝা যায় যে, আমি একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। যখন আমার বয়স ৭ বছর তখন আমি বাড়ি ছেড়ে ঢাকা জেলার সাভারে পৌর এলাকায় চলে আসি যেহেতু আমার পরিবার আমাকে মেনে নিতে পারছিলো না আর তাদের পক্ষে এলাকাবাসীদের কটুকথা সহ্য করাও সম্ভব হচ্ছিলো না। এরমধ্যে আমি বড়জোর দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পেরেছিলাম।

বর্তমানে আমি সাভার পৌরসভায় বসবাস করছি। এখানে আসার পর একটি খাবার হোটেলে সহকারি বাবুর্চী হিসেবে কাজ শুরু করি। ওখানে অনেকে আমার সাথে অশালীন আচরণ করতো, অনেক খারাপ কথা শুনাতো আমার হিজড়া পরিচয়ের কারণে, কিন্তু কাজ চলে যাবার ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতাম না, আর হোটেল মালিকও আমাকে কাজে রাখতে চাইতো না। এভাবে বছর কয়েক কাজ করার পর হিজড়াদের একটি দলের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং আমি তাদের দলে যোগ দেই। ১৮ বছর যাবত আমি তাদের সাথেই বসবাস করছি।

আমি হিজড়া, তাই আমার কখনো বিয়ে হবে না ও একটি পরিবার তৈরি করতে পারবো না। আমার হিজড়া পরিচয়ের কারণে আমাকে নানান বৈষম্যের শিকার হতে হয়, যার কারণে কোন সম্মানজনক পেশায় সম্পৃক্ত হতে পারছি না বলে হাট বাজারের দোকান থেকে টাকা তুলি। এছাড়া এলাকায় নতুন বাচ্চা জন্ম নিলে সেই বাসা থেকে বকশিস হিসেবে টাকা পাই। সেগুলো দিয়েই আমার সংসার খরচসহ সকল খরচ বহন করি।

দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা হিজড়া জনগোষ্ঠী সমাজ দ্বারা ভীষণভাবেই

বৈষম্যের ও প্রান্তিকতার শিকার, তাই সমাজের কোন কিছুতে অংশগ্রহণ করতে পারি না, যেমন- বিভিন্ন বাজেট ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে, কোন প্রশিক্ষণ বা সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কোন কার্যক্রমে, ফলে পিছিয়ে থাকি সকল কিছু থেকে। এ কারণে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না এবং দুর্যোগ মোকাবেলায়ও কোন প্রস্তুতি নেই। আমি জানি না আগুন লাগলে কী করতে হবে, ফায়ার সার্ভিসের নাম্বারও জানা নেই, ভূমিকম্প হলে কী করবো বা কী প্রস্তুতি নেব, এগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

হিজড়া জনগোষ্ঠী সমাজে অবহেলিত, তাই আমরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করতে পারি না। আমাদের জন্য যে সহায়তা সেবা পাওয়া যায়, আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না। তার উপর এলাকাবাসীরা স্ব-ইচ্ছায় দুর্যোগের পূর্বে বা চলাকালীন সময় বা দুর্যোগের পরে কোন সহযোগিতা দেয় না। কোভিড-১৯-এর মতো দুর্যোগ মোকাবেলা করার কোন প্রস্তুতি বা সক্ষমতা আমার ছিলো না এবং আমি অনুধাবন করেছি সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের প্রত্যেকেরই প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি এবং অসহায়ত্ব কমানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে নেয়া প্রয়োজন, যেমন- ক) হিজড়াদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত ও ভাতা সুবিধা চালু করা, খ) ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, গ) হিজড়াদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, ঘ) সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ঙ) প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, এবং চ) সকল দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে হিজড়াদেরকেও অগ্রাধিকার দেয়া। সবশেষে, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ASHA KHATUN HIJRA

His/Her Story and DRR

I am Asha Khatun Hijra and I am thirty years old. Originally I am from Lalmonirhat district, where my family and I lived by the Teesta River. Unfortunately, due to river erosion, our home was washed away. We sought refuge on government land, and my family of 10 members, including me, were living there ever since. At the age of 7, I moved to the Savar Municipal area as it became very difficult for my family members to accept me being a non-confirming gender child due to the stigma they were subjected to. My formal education was only at 2nd standard.

Currently, I reside in Savar Municipal Area. Since my arrival here, I have been working as a cooking assistant in a restaurant, where I have faced mistreatment and discrimination from many due to gender identity. Despite facing derogatory comments and unfair treatment, I couldn't voice my concerns for fear of losing my job as the owner was reluctant to keep me employed. After several years, I connected with the non-confirming gender community and joined them, where I have been living for the past 18 years.

Being a non-confirming gender person, I don't anticipate getting married and forming a family. The discrimination I face, limits my job opportunities and the ability to engage in respectable professions. Consequently, I rely on financial assistance from people in the local market and fellow members of my community. Additionally, when a new baby is born in the neighbourhood, we often receive gratuities from them, which helps cover some of our expenses.

Unfortunately, society marginalizes and discriminates against us, which hinders our participation in various activities, including budgetary decisions, training, and awareness initiatives. This exclusion has left us unaware of our rights and ill-prepared for disasters, like not knowing what to do during a fire or an earthquake.

The transgender community, including myself, faces significant neglect, hindering our ability to tackle daily challenges and

access the support services we are entitled to. Moreover, we have not received voluntary cooperation from residents before, during, or after disasters. I lack the knowledge and resources to adequately prepare for disasters like the COVID-19 pandemic. This experience has underscored the importance of disaster preparedness for all.

To mitigate disaster risk and vulnerability among the non-confirming gender community, both public and private institutions must take specific steps.

These include a) providing housing and allowances, b) creating business and employment opportunities, c) ensuring education, d) ensuring participation in social activities, e) offering training opportunities, and f) giving appropriate priority to non-confirming gender individuals in disaster relief efforts. Additionally, barriers to accessing medical care for my community people should be

ববিতা কর্মকার

একজন নারী স্বেচ্ছাসেবী ও আদিবাসী প্রতিনিধি

নমস্কার, আমি ববিতা কর্মকার, আমি একজন নারী স্বেচ্ছাসেবী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী প্রতিনিধি। আমি নভেম্বর ২৫, ১৯৯৪ তারিখে ফরিদপুর জেলার একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করি। চার বোন ও বাবা মাসহ আমরা এক সাথে বসবাস করতাম এবং আমার বাবা একজন কাঠের ব্যবসায়ী। আমার আট বছর বয়সে আমাদের পারিবারিক একটা ঝামেলাকে কেন্দ্র করে আমরা সাভার আদিবাসী এলাকায় চলে আসি এবং সেই থেকে এখানেই বসবাস করতেছি। আমি সাভার সিলভার ডেল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করি এবং সাভার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছি।

আমার বাবার আয় খুবই কম থাকায় সংসারের হাল আমাকেই ধরতে হয়, তাই ২০১৬ সাল থেকেই কাজ করতে শুরু করি। প্রথমে প্রশিকা নামের একটি উন্নয়ন সংস্থায় ৬ মাস কাজ করি, এরপরে ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে ২ বছর কাজ করে এবং বর্তমানে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। চাকুরির পাশাপাশি আমি পার্লার, টেইলারিং, ও ব্লক-বাটিকের কাজ করছি। এভাবেই উপার্জন করে আমার বড় বোনের বিয়ের আয়োজন করি এবং ছোট বোনদের লেখা পড়া করাই এবং সেজো বোনকে নার্সিং পড়ানো শেষ করে তারও বিয়ের আয়োজন করেছি। বর্তমানে আমার বোনটি নার্স হিসেবে কাজ করছে।

আমি এলাকার একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তালিকাভুক্ত। নানান কাজের জন্য মাঝে মধ্যে আমাকে বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হয়, এনিয়ে সমাজের মানুষ এমনকি আমার কাছের কিছু মানুষ আমাকে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে যেমন-, মেয়ে মানুষ কেন এতো ঘুরাঘুরি করবে? এরা ঘরে থাকবে আর ঘরের কাজ করবে। কিন্তু আমার পরিবার আমাকে সমর্থন দিয়ে আমার পাশে থেকেছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির সময় আমার ও পরিবারের সবার আয়ের পথগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, ফলে সে সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেয়া ত্রাণ সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। সে সময়ে শুধুমাত্র আমার পরিবারের জন্য নয়, আমি আমার সম্প্রদায়ের জন্যও ত্রাণ সংগ্রহ করে দিয়েছি।

আমার পরিবারে ও এলাকায় দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকি, যাতে তাদের দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকে, বিশেষ করে অগ্নিকান্ডের জন্য। দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম হিসেবে আমি সতর্ক বার্তা ও লিফলেট বিতরণ, উঠান-বৈঠক এবং দুর্যোগের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকি। জরুরী সাড়াদানের প্রস্তুতি হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের জরুরি নাম্বার, পুলিশ স্টেশন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী নাম্বার সংরক্ষণ করে রাখি এবং প্রয়োজনে এলাকার লোকজনদের দিয়ে থাকি।

সংশ্লিষ্টদের কাছে আমার সুপারিশ হচ্ছে, দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার আরো প্রসারিত করা উচিৎ, এ ছাড়াও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো সক্রিয় করে তোলা উচিত।

BABITA KARMAKER

Story of beating marginalization

Hello, I am Babita Karmakar. I am a women volunteer and belong to a tribal community. I was born on 25th November 1994 in a village of Faridpur District. My family consisted of four sisters and my parents and we lived together. My father is a timber merchant. When I was eight years old, due to a family problem, we moved to the tribal area of Savar Municipality. Since then, we have been living here. I passed the Secondary School Certificate exam from Savar Silver Dale High School and Higher Secondary Certificate exam from Savar Government University College.

As my father's income was significantly low, I had to begin earning for my family and started work. First, I worked with a development organization called Prashika for 6 months, then I worked in the BRAC Urban Development Program for 2 years and currently I am working in a non-government organization. Apart from my job, I also work in beauty salons, tailoring, and Block-Batik centres on a part time basis. I paid for my elder and younger sister's wedding. I also financed my younger sister's nursing study. Currently, my sister is working as a nurse.

I am a community volunteer also. There have been many barriers in my career, I have to travel to remote areas of different districts for my work. So, people in the society and even some relatives say derogatory things about me, for example, why do women travel so far away? They should stay at home and do housework! But my family members have always supported me.

During the coronavirus pandemic, mine and other family member's income were stopped, and as a result, we had to live by collecting reliefs given by various organizations. During that time I collected relief not only for my family but also for my community.

I participate in disaster preparedness activities in my family and community, so that they are better prepared to face any disaster, especially in case of fire. As disaster preparedness activities, I disseminated warning messages through leaflet distribution and yard meetings. As a preparation for emergency response, we save the emergency numbers of the fire service, police station, and Upazila health complex and give them to the people of the area.

My recommendation to the concerned authority is to increase awareness among people about urban disasters and disseminate information about disaster preparedness and community volunteers should be made more effective through providing various training.

মিসেস ডারফিন আক্তার

সামাজিক নেতৃত্ব ও জেন্ডারভিত্তিক প্রতিকূলতা

আমি মিসেস ডারফিন আক্তার, বর্তমানে সাভার পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডের নারী আসনের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার ছোট একটি পরিবার, যার মধ্যে আছে এক ছেলে, এক মেয়ে ও দুই নাতি নাতনি। আমি ৬ই জানুয়ারি ধামরাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার বাবা বন অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। মাধ্যমিক পাসের কিছুদিন পরেই আমার বিবাহিত জীবনে পদার্পন। আমার স্বামী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ কর্মরত ছিলেন এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের একজন স্বনামধন্য খেলোয়াড়ও ছিলেন।

আমি একজন নারী, একজন কাউন্সিলর এবং একজন মা হিসেবে সকল প্রকার দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি, এ সকল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে- সার্বক্ষণিক স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা, পৌরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির নিয়মিত সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করে এলাকাবাসীর দাবি

দাওয়া ও সমস্যা তুলে ধরা ইত্যাদি। এলাকায় যে কোন ধরনের সংকটে সবসময় জনগণের পাশে দাড়িয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।

একটি বাঙ্গালী মুসলিম পরিবারের নারী হিসেবে রাজনীতি ও সমাজ সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়াটা খুব সহজ ছিলো না, পরিবারের মুরুব্বীরা কোনভাবেই সম্মত ছিলেন না। কিন্তু আমার মধ্যে সবসময়ই মানুষের জন্য কিছু করার একটা মানসিকতা কাজ করতো। তাই পরিবারের মুরুব্বীদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নানান সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হতাম, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সম্পৃক্ত হই। আমার পরিবারের একজন বড় ভাই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন, তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং অনেক সহযোগিতা করেছেন রাজনীতি ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে।

সকল প্রকার দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমি আমার পরিবার থেকে সর্বক্ষণ আর্থিক এবং মানসিক সহযোগিতা পেয়ে থাকি এবং যখন ডাক দিয়েছি তখনই এলাকাবাসীরা সাড়া দিয়েছে। আমি সাধারণত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা পেয়ে থাকি এবং এই বার্তাসমূহ স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে দ্রুত জনগণের কাছে প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকি। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সাড়াপ্রদান হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী এবং চিকিৎসা সেবাসমূহ সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেই। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার এলাকাবাসীর মাঝে আর্থিক এবং মানসিক সহযোগিতা করে থাকি।

আমার জীবনের অন্যতম একটি অর্জন হলো করোনার সময়ে মৃত মানুষের দাফন করাসহ করোনা রোগীদের জন্য অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা। আমাদের সবার মনে থাকার কথা যে, সে সময়ে মৃতদের দাফনের বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল হয়ে গিয়েছিলো। আমি তখন আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের সাথে নিয়ে ১৫ জনের অধিক দাফন করি। এক্ষেত্রে পরিবারসহ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে মূলত বয়সের কারণে, কিন্তু মানুষের সেবা থেকে আমি পিছিয়ে যাইনি, নারী কাউন্সিলর হয়েও মানুষের এ রকম একটি দুর্যোগের সময় আমার পক্ষে নিরব থাকা সম্ভব হয়নি।

একজন নারী কাউন্সিলর হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমার কিছু সুপারিশ আছে, যেমন- ভলান্টিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে নিয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং নারী ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমাজের একজন নারী নেত্রী হিসেবে আমি মনে করি নারীদের দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

MRS. DARFIN AKTER

Community Leadership and breaking the gender based barriers

I am Mrs. Darfin Akhter, currently serving as the women councillor, representing Ward No. 4, 5, and 6 of Savar Municipality. I have a small family, consisting of one son, one daughter and two grandchildren. I was born on 6th January in a noble family. My father worked in the forest department. I entered married life shortly after passing the secondary school exam. My husband worked in Fire Service and Civil Defence (FSCD) and was also a renowned player of the Bangladesh national football team.

As a woman, a mother and a councillor, I have been managing all kinds of disaster preparedness and response activities, including keeping volunteers ready full-time, conducting awareness-raising activities, and participating in regular meetings of the Municipality Disaster Management Committee and Town level Coordination Committee. In these meetings I put forward people's demands and highlight their problems. As local government institute, we always try to support the people in any kind of crisis.

As a woman from a Bangalee Muslim family, it was not easy to get involved in politics and social service work. The elders of the family did not agree at all. But I always had a mind-set of doing something for people. So, I got involved in various social activities with the support of immediate family members. And from there I gradually got involved in the local government elections. An elder brother of my family was involved in politics, he encouraged and helped me a lot in politics and election campaigns.

I have always received financial and emotional support from my family to carry out disaster preparedness activities and the locals have responded whenever I asked for support. Usually I receive warnings of disasters through social media and the regular channel of the local government and take initiatives to disseminate to the public quickly through the volunteers. In

response to disaster situations, we collect relief goods and medical services and then deliver them to the public. After the disaster, I provide financial and emotional support to the people of my area according to my ability.
One of the achievements of my life is that I was able to arrange oxygen cylinders for COVID patients and take initiative for the burial of the deceased during the COVID-19 pandemic. At that time the burial of the deceased became a taboo issue. I help to bury more than 15 people with the support of the Urban Volunteers. I had to face opposition from family and others mainly because of my age, but this could not refrain me from serving people. But remaining silent was not an option for me.

As a woman councillor, I would like to see some improvement, e.g. a) practical training, at home and abroad, should be provided to improve the skills of the volunteers and b) specific measures should be taken to increase the number of women volunteers. As a woman leader, I think we need to take specific steps to encourage women to participate in disaster risk management.

বিজয়া শীল দেবী

পুঞ্জীভুত বৈষম্য ও জেন্ডারের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরীর দুর্যোগ বিপদাপন্নতা

বিজয়া শীল দেবী ১৪ বছর বয়সী একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরী। সাভারের তার জন্ম ও তার বাবা বাবুল শীল পেশায় একজন নাপিত ও তার মা স্বপ্না শীল একজন গৃহিণী ছিলেন, যিনি ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে ২ বছর আগে মৃত্যু বরণ করেন। সংসারে তার একমাত্র বন্ধু এখন দাদী প্রভাবতী শীল। দেবী তার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেছিলো মন্দিরভিত্তিক একটি বিদ্যালয়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের পাঠ দান করার মতো কোন প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায় সে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। আবার অন্য দিকে নিয়মিত তত্ত্বায়বধানের অভাবের কারণে দেবীর নিজেরও লেখাপড়ায় আগ্রহ তৈরি হয়নি। বিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষা গ্রহণ করলেও দেবী নিজের নাম লিখতে পারে না। সাধারণত সে চুপচাপ থাকে, তবে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট করে একটু আধটু কথা বলতে দেখা যায়। দেবী টিভি দেখতে আর খেতে খুব ভালোবাসে, তার পছন্দের খাবার হলো মাছ ও মাংস।

দেবী ঘুরে বেড়াতেও খুব পছন্দ করে, কিন্তু এই স্বভাবটিই একটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এক

দিন। বছর দু এক আগে একদিন ঘুরতে ঘুরতে সে হাঁরিয়ে যায়। একজন অপরিচিত লোক তাকে চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায়। কপাল ভালো কাছের একজন প্রতিবেশীর চোখে সে পড়ে যায় এবং তিনি তাকে নিয়ে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়। ভালো মন্দ বুঝার সক্ষমতা তার নেই, মাসিক হলে কী করতে হবে, সে তা বুঝে না। তার দাদী এ বিষয়টির দেখভাল করেন।

দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়গুলোও দেবী তেমন একটা বুঝে না, যেমন- আগুন লাগলে কী করবে বা ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে, এগুলোর কোন কিছুই বুঝতে পারে না দেবী। একদিন রান্নাঘরে কেউ ছিলো না, তখন চুলা থেকে তার ওড়নায় আগুন লেগে যায়, সে কী করতে হবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। দাদী দূর থেকে ইশারায় ওকে দেখিয়ে দেয়ার পরও সে বুঝেনি কী করতে হবে, তখন তার দাদী এসে আগুন নেভান। দেবী মাঝে মাঝেই ভীষণ রেগে যায় এবং তার দাদীকে মারধরও করে, এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে দাদীকে রক্ষা করেন ও দেবীকে শান্ত করেন।

বছরে দুই থেকে তিন বার দেবীর খিঁচুনী হয়, এবং সাধারণত খিঁচুনীর পর তার কিছু মনে থাকে না। এই সমস্যার জন্য তাকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট-এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তাকে কিছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়। সেই ওষুধগুলো ভালো রেসপন্স করেছিলো, কিন্তু সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাসপাতাল থেকে আবার ওষুধ আনার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু ওষুধ সরবরাহ করতে পারেনি বিধায় বাইরের ফার্মেসি থেকে অন্য কোম্পনির ওষুধ কেনা হয়। কিন্তু তার পুরানো আচরণগুলো বেড়ে যাওয়াতে মনে হচ্ছে সেই ওষুধগুলো কাঙ্খিত মাত্রায় কাজ করছে না। ওর বাবার আর্থিক সামর্থ্যের কারণে ওর জন্য নিয়মিত ওষুধ কিনা সম্ভব না। একই কারণে দেবীর জন্য উন্নত ও নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

দেবীকে ওয়াড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ অতিমারির সময় সহযোগিতা করা হয়, যা সময়ানুগ উদ্যোগ ছিলো। ওদের পরিবারটি এই সহযোগিতার জন্য তালিকাবদ্ধ হয়েছিলো দেবীর কারণে, কারণ সে সময় ওর বাবার আয়ের রাস্তার বন্ধ ছিলো, অন্য দিকে ওর দাদীর একার পক্ষে দেবীকে ঘরে আটকে রাখাও কঠিন ছিলো। ফলে সহযোগিতাটি দেবীর পরিবার এবং দেবীর নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিলো।

দেবীর দাদীর বয়স বাড়ছে এবং সাথে সাথে বাড়ছে ওর জন্য চিন্তা। দেবীর ভবিষ্যৎ কী হবে, দাদী মারা গেলে কে দেবীর দেখাশোনা করবে, কেউ কী আদর ও মায়া সহকারে ওকে দেখভাল করবে? ওর দাদী বলছিলেন যে, সবাই দুর্যোগ প্রস্তুতির কথা বলে, দুর্যোগের পূর্বে বা দুর্যোগের সময়ে কী করতে হবে সে সব বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে। কিন্তু একজন ১৪ বছরের, মাতৃহীন, দরিদ্র ও সংখ্যালঘু পরিবারের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরীর দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে একটি নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার বিষয়টি কেন সবার বিবেচনায় থাকে না?

বিশেষ দ্রষ্টব্য: দেবী'র সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা তার অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। আরবান স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করে তাদের অনুরোধ করেছে, যখন দেবীকে বাসার বাইরে দেখা যাবে, তখন তারা যেনো ওর দিকে নজর রাখে। নারী স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়ম করে ওর সাথে সময় কাটায় এবং তাকে স্ব-পরিচর্যার কাজগুলো কীভাবে করতে হবে, তা শিখায়। আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর কর্তৃপক্ষের সাথে দেবীর প্রয়োজনীয় ওষুধের বিষয়ে যোগাযোগ করছে।

BIJAYA SHEEL DEVI

Disaster Vulnerability-from the Perspective of Intersectionality and Gender

Bijaya Sheel Devi is an adolescent girl with a mild level of intellectual disability. She was born in Savar and her father Babul Sheel is a barber and her mother Swapna Sheel was a homemaker, who died battling cancer 2 years ago. Her only friend in the world now is her grandmother Prabhavati Sheel. Devi tried to attend school, but, due to a lack of trained teachers in the school, she dropped out. On the other hand, due to a lack of regular supervision, Devi didn't show any interest in education either. Usually, she is quiet, but occasionally she would say a few words. Devi loves watching TV and eating, her favourite items are fish and meat.

Devi is very fond of wandering around, but this habit becomes a nightmare one day. 2 Years ago, she got lost, while wandering around. A stranger lured her away with candies. Luckily a neighbour noticed and brought her back home. She is not able to understand good from bad, she does not understand what to do when menstruating. Her grandmother took care of this matter.

Devi doesn't understand disaster risk issues, like what to do in case of fire or an earthquake. One day when no one was in the kitchen, her stole caught fire, and she was standing silently not knowing what to do. She did not know what to do even after the grandmother gestured her what to do from a distance, and then grandmother had come close and put out the fire. Devi sometimes gets very angry and even beats her grandmother, in such situations usually the neighbours come to protect the grandmother.

Devi has seizures a few times a year and usually does not remember anything after the seizures. She was taken to the National Institute of Mental Health for this problem and was given some medicines. Those drugs responded well, but after they ran out, could not be arranged. Due to her father's financial limitation, arranging medicines and advanced treatment on a regular basis is not possible.

Devi's family received assistance from the Ward Disaster Management Committee during COVID-19 pandemic, which was a good initiative at that time. Their family was enlisted for this support because of Devi, as her father was unable to earn at that time, on the other hand, it was difficult for her grandmother alone to keep Devi at home. Hence, the relief support was very important for the survival of the family and Devi's safety.

Devi's grandmother is getting older and worries for Devi are increasing as well. What will be the future of Devi, when the grandmother dies, who will take care of Devi, who will take care of her with love and affection?

Her grandmother says that-everyone talks about disaster preparedness, making everyone aware of what to do before or during a disaster. But why ensuring a safe life for a motherless, poor, and adolescent girl with intellectual disability from a minority community is not considered by anyone?

N.B.: To ensure Devi's safety, the urban community volunteers visit her and follow upwith her family members including the grandmother. The urban volunteers havediscussed this with the neighbours and requested to be vigilant whenever Devi is outsideof the home. The women volunteers spend time with her and train her onself-care activities. The volunteers working with Sub-District Health Complex abouther medicine also.

ঝুমঝুমি শীল

একটি দুর্গম জীবন যাত্রা

ঝুমঝুমি শীল, বয়স ৮ বছর, সাভার পৌরসভার মধ্যে বসবাস করে। ওর বাবা উজ্জ্বল কুমার শীল, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী এবং ওদের পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করা হয়। বর্তমানে ওদের পরিবারে রয়েছে বাবা, বাবার ২য় স্ত্রী, দাদী, ও তারা তিন বোন। তিন বোনের মধ্যে ঝুমঝুমি মেঝো। ঝুমঝুমির জন্মের ৭ মিনিট পরেই ঝুমঝুমির মা খিঁচুনি উঠে মারা যায়। মায়ের স্নেহ কী তা বুঝার আগেই ঝুমঝুমি মাতৃহারা হয় এবং জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয় তার জীবনের দুর্গম যাত্রা। জন্মের পর, সাত মাস বয়স পর্যন্ত ঝুমঝুমি দাদী, পিসি, নানী ও প্রতিবেশীদের কাছে লালিত-পালিত হয়, তারপর বাবার দ্বিতীয় বিয়ে করে, কারণ দু'টি কন্যা শিশুকে লালন পালন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বাবার বিয়ের পর ২ মাস পর্যন্ত সৎ মা মেয়েদেরকে আদর ও স্নেহ দিয়ে দেখভাল করেন। কিন্তু এরপর থেকেই শুরু হয় মেয়েদের প্রতি তার অবহেলা এবং এক পর্যায়ে সৎ মায়ের ঘরে একটি কন্যা জন্ম হয় এবং নিজের সন্তান হওয়ায় ঝুমঝুমির বড় বোন ও তার প্রতি তার অবহেলা আরও বেড়ে যায়।

তখন বড় বোনের তুলনায় ঝুমঝুমির জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

ঝুমঝুমির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু হয় মন্দিরভিত্তিক প্রাক- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নিজের মা এবং পাশাপাশি বাবার পর্যাপ্ত আয় না থাকায় ওর লেখাপড়ার বিষয়টি অবহেলিত হচ্ছে। বর্তমানে ৩য় শ্রেণিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে। ঝুমঝুমির প্রতি বাবা ও সৎ মা ভীষনভাবেই উদাসীন, তার প্রয়োজনগুলো সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর যেমন রাখে না, তেমনি গুরুত্বও দেয় না। অভিভাবকদের অবহেলা, সুরক্ষার অভাব এবং পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে পরিচিত বেশিরভাগ মানুষদের কাছ থেকে নেতিবাচক আচরণের শিকার হতে হতে ঝুমঝমির মধ্যেও অনেক নেতিবাচক আচরণ দেখা দিয়েছে, যেমন- কারণে-অকারণে সবার সাথে তর্ক করা, অসময়ে বাসার বাইরে একা একা ঘুরাঘুরি

করা, লেখাপড়ায় অমনোযোগী, অবাধ্যতা ইত্যাদি।

ওর বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই ঝুমঝুমির মৌলিক চাহিদা পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না, তাই সেগুলো পূরণে এলাকাবাসীর সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়, যা যৌন নিপীড়নের ও শোষনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। ঝুমঝমির সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ঝুঁকি হলো, সে যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার শিকার হয়, তাহলে তাকে সুরক্ষার জন্য উদ্যোগ নিবে এমন কেউ নেই।

অগ্নিকান্ডের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে বা ভূমিকম্প হলে কী কী করণীয়, এগুলো সম্পর্কে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা শ্রেণিতে আলোচনা করেন, তাই ঝুমঝুমি এগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখে, কিন্তু যেহেতু ঝুমঝুমি বেশিরভাগ সময় কারো তত্ত্বাবধানে থাকে না, সেহেতু যেকোন দুর্যোগের সময় কোন ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সহায়তা থেকে ওর বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

কেন ইন্টারসেকশনালিটির বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিৎ, ঝুমঝুমি'র ঘটনাটি তার একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। ঝুমঝুমির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য তার জেন্ডার, পারিবারিক অবস্থা, ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, তার প্রতি প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ঝুমঝুমির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা ঝুমঝুমি'র ও তার অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। তারা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথেও ফলোআপ করে, যাতে ঝুমঝুমি বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। বছরে দুইবার ঝুমঝুমিকে জামাকাপড় ও হাইজিন উপকরণ দেয়া হয় এবং ঝুমঝুমির মনের কথা শুনার জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়ম করে ওর সাথে সময় কাটায় ও তাকে ইতিবাচক আচরণ বিষয়ে উপদেশ দেয়।

JHUMJHUMI

A challenging life journey

Jhumjhumi Sheel, an 8-year-old girl, lives in Savar Municipality with her family. Her father, Ujjal Kumar Sheel, is the sole breadwinner and the family follows orthodox religious values. Her family consists of her father, step mother, grandmother, and three sisters. Jhumjhumi is the second of the three sisters. Tragically, just 7 minutes after Jhumjhumi's birth, her mother passed away due to medical complications. This early loss of her mother marked the beginning of Jhumjhumi's challenging life journey.

From her birth until the age of seven months, Jhumjhumi was raised by her grandmother, extended family members, and caring neighbours. After seven months, her father remarried due to the challenges of caring for two daughters

alone. Initially, the stepmother cared for the girls with love and affection, but her attention dwindled as time passed. Eventually, a daughter was born to the stepmother, further exacerbating Jhumjhumi's neglect and struggle for survival.

Jhumjhumi began her formal education at a temple-based pre-primary school, but her education suffered due to her family's limited income and lack of interest from both her father and stepmother. Currently, she is enrolled in the 3rd grade at a government primary school. Unfortunately, her parents are apathetic and not concerned for her needs. This parental neglect, combined with negative interactions with neighbours, has resulted in Jhumjhumi displaying challenging behaviours, such as, argumentative, wandering outside the house at inappropriate hours, neglecting her studies, and disobedience towards the elders of the family.

As Jhumjhumi's father is the sole provider for the family, he often struggles to meet her basic needs. Consequently, Jhumjhumi has to depend on the assistance she receives from others, which is a potential threat for sexual abuse and exploitation. Another vulnerability of Jhumjhumi is, in the event of any disaster, be it natural or manmade, there is no one to take immediate action to protect her.

Jhumjhumi has some basic understanding of what to do in case of a fire or earthquake as these issues are discussed in the classes, but as she remains unattended mostly, there is a high possibility of her being excluded from any assistance and protection.

Jhumjhumi's story is a good example of why considering intersectionality is important. Gender, parental situation, poverty, religious background and her unsupervised upbringing etc all these factors are to be considered to reduce the disaster risks of Jhumjhumi.

N.B.: To ensure Jhumjhumi's safety, the urban community volunteers visit her and follow up with her parents. They check up with the school authority to make sure that she attends school regularly. She is also provided with clothes and hygiene items twice a year and the volunteers, especially women volunteers spend time with her just to listen to her and give advice on good behaviour.

ফারজানা আক্তার লাখী বিশ্বাস

মানসিক দৃঢ়তা

আমার নাম ফারজানা আক্তার লাখী বিশ্বাস, ৩৫ বছর বয়স। আমার বাবা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন ও মা একজন গৃহিণী হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন। আমি ছিলাম আমার বাবা মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান, তাই ছোট বেলা থেকে বাবা-মায়ের আদর ও স্নেহে লালিত পালিত হয়েছি। যখন আমি ১০ম শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার স্বামীর সাথে পরিচয় হয় এবং পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। এরপর আমাদের দাম্পত্য জীবন কিছুদিন ভালোই ছিলো, কিন্তু কিছুদিন পর শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের নিকট থেকে অবহেলার শিকার হতে থাকি। এভাবেই শ্বশুরবাড়ীতে বসবাসরত অবস্থায় একদিন রান্না করার সময়ে প্রচন্ড মাথা ব্যথা অনুভব করি এবং বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। আমার অসুস্থতার বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে এলাকার একটি ফার্মেসী থেকে পল্লী চিকিৎসক এনে প্রাথমিক চিকিৎসা করায়। কিন্তু অবস্থা খারাপ হওয়ায় আমার স্বামী বাবাকে খবর দেন। বাবা এসে আমাকে

গাজীপুরে একটি হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানে দুই দিন চিকিৎসার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেয়। ঢাকা মেডিকেলে আসার পরে নির্ণয় হয় যে, আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিলো এবং শরীরের বাম অংশ অবশ হয়ে গেছে।

কিছুদিন চিকিৎসার পর আমাকে সাভারে বাবার বাড়িতে নিয়ে আসে, এখানে আসার পর শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে নিজের কাজ করার এবং দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করলাম। কিছু দিন পর আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু আমার বাবা দ্বিমত প্রকাশ করেন, কেননা আমি তখন অন্তঃস্বত্তা ছিলাম এবং পরবর্তীতে আমি এক কন্যা সন্তানের মা হই। আমার সমস্ত খরচ বাবা বহন করে, যদিও এর কয়েক বছর পর আমার বাবা

মারা যান। বাবার মৃত্যুর পরে আমার স্বামী বাবার সম্পত্তির প্রলোভনে আমার এবং কন্যার প্রতি দায়িত্ব পালনের নামে আমার সাথে বসবাস শুরু করেন। এক পর্যায়ে নানান কৌশলে তিনি আমার বাবার সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় এবং বিক্রয়কৃত অর্থ নিয়ে চলে যায়।

অর্থনৈতিক দুরাবস্থা পড়ে আমি চাকুরি খুঁজতে থাকি এবং এক পর্যায়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকুরি পাই। কিছুদিন পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একজন আমার প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে কুপ্রস্তাব দেন। আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আমাকে লিফট পরিচালকের পদে পদাবনতি দেন। দুই-একদিন কাজ করতেই লিফটের ভেতরে একজন আমাকে যৌন হয়রানির চেষ্টা করেন। কোনভাবে নিজেকে রক্ষা করে আমি বের হয়ে চলে আসি। এরপর থেকে আমার মা মানুষের এ সব নেতিবাচক আচরণের কারণে আমাকে কোথাও কাজ করতে অনুমতি দিচ্ছেন না।

ফলে, বর্তমানে আর্থিক সংকট ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছি। আমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে যেতে পারি না এবং দুর্যোগ মোকাবেলা করতেও সক্ষম হই না। আমার প্রতিবন্ধিতা, পরিবারে কোন পুরুষ অভিভাবক ও আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায়, সমাজের মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মোকাবেলা করতে আমাকে বেগ পেতে হয়। সহায়তা ছাড়া চলাফেরা করতে সমস্যা হয় বলে খুব বেশি ঘর থেকে বের হই না, ফলে বিভিন্ন সহায়তা বা সেবার পাওয়ার সঠিক তথ্য পাই না এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হই। এছাড়া, দুর্যোগ ও জরুরি অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তত করার ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি।

আমার প্রতিবন্ধিতাকে বিবেচনা করে, আমি মনে করি দুর্যোগ পূর্ব সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা আরো ব্যাপক হওয়া উচিত, যাতে করে সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট সঠিকভাবে পৌছায় এবং দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে সে সব কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা ভীষণভাবে জরুরী। বর্তমানে যদিও বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে কোন রকম দিন কাটাচ্ছি, কিন্তু একটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। যেহেতু আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, তাই আমি বিশ্বাস করি প্রশিক্ষণ পেলে একটি বেসরকারি সংগঠনে সাধারণ একটি পদে কাজ করতে পারবো।

FARZANA AKTER LAKHEE BISWASH

Unbroken Spirit

Hi, I am Farzana Akter Lakhee Biswash (35) and would like to share the story of my life with you all. I grew up in a loving family, my father is serving in the army and my mother is a homemaker and I was their only child. However, my life took a different turn, when my marriage was arranged during my 10th grade. Initially, our married life was good, but it didn't take long for me to feel neglected by my in-laws. One day, while cooking I had a severe headache and collapsed on the bathroom floor. Despite worsening conditions, my in-laws provided only primary treatment by a local village doctor. When my condition worsened more, my husband contacted my father, who rushed me to a hospital in Gazipur. Unfortunately, my condition deteriorated further, and I was eventually referred to Dhaka Medical College Hospital (DMCH), where I was diagnosed with a brain stroke, leaving the left side of my body paralyzed.

After receiving treatment at DMCH, I returned to my father's house in Savar, where I faced numerous challenges due to my physical condition, which greatly affected my daily life and ability to work. At one point, my husband expressed his desire for a second marriage, but my father opposed it as I was pregnant, and I later became the mother of a daughter. My father supported me financially until his passing. Following his death, my husband stayed with me, apparently to fulfil his duty to me and our daughter, but with a keen eye on my father's property. Eventually, he sold the property and disappeared with the proceeds.

Facing financial difficulties, I sought employment and managed to secure a job at a private hospital. However, one of the managers made inappropriate advances towards me. When I rejected his advances, I was demoted to the role of an elevator attendant and within just two days of working as elevator operator, there was an attempt of sexual harassment. Thankfully, I managed to protect myself and due to my mother's insistence, I stopped working there.

Currently we are grappling with financial hardships and various challenges. My disability hinders my mobility, making it difficult for me to seek shelter during disasters or effectively cope with them. I am also subjected to societal discrimination and find it challenging to access support services due to my limited mobility. I rarely go outside independently due to my difficulty in walking without assistance, which further isolates me from information and support services. Additionally, I struggle to prepare for disasters and emergencies.

I strongly believe that dissemination of early warning of disasters should be more inclusive, ensuring that information reaches all individuals and needs of persons with disabilities during and after disasters should be prioritized. It's essential to include representatives of people with disabilities in disaster preparedness programs. Currently, I rely on my father's pension to meet my basic needs, but I am eager to secure employment. With my high school education, I am confident that with the right training, I can work in an appropriate position in a private organization.

জবেদা বেগম

ক্ষমতায়নের গল্প

আমি জবেদা বেগম (৪২) শরণখোলার সাউথখালী ইউনিয়নের একটি গ্রামে আমার জন্ম। ২ বছর বয়সে অতিমাত্রার জ্বরের ফলে আমার বাম হাত ও বাম পা অবশ হয়ে যায় এবং সেই থেকে আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। আমি বাম হাত দিয়ে কিছু করতে পারিনা ও বাম পায়ের একটি অংশ শুকিয়ে চিকন হয়ে গেছে, যার জন্য হাঁটতে অনেক সমস্যা হয়, দু'পায়ের হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়ে ভর করে হাঁটতে হয়। যদিও আমার বাবার তেমন কোন আর্থিক সার্মথ্য ছিলো না, কিন্তু তারপরেও আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন যাতে আমি স্বাবলম্বী হতে পারি। আমি বিদ্যালয়ে গেলে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করতো, যা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগতো আর মনে মনে আল্লাহকে বলতাম 'তুমি আমাকে কেন এমন বানিয়েছো?' কিন্তু এর জবাব পেতাম না। পঞ্চম শ্রেণিতে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেলো। এর কয়েক বছর পর আমার বাবার পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে হয় যায়।

দু'টি ছেলে সন্তানসহ স্বামীর সংসারে মোটামুটি সুখে দিন কাটছিলো। আমার জীবনের কথা ভেবে ছেলে দু'টোকে পড়াশুনা করাছি, যাতে ওরা বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়। আমি চাই না ওরা আমার মতো স্কুল থেকে ঝরে পড়ুক। যদিও আমার কাজ করতে কষ্ট হয়, তারপরেও সংসারের কাজ করি। আমার স্বামী বাড়ি থাকলে তিনি রান্না করা, পানি আনা এমনকি কাপড় ধোয়ার কাজেও সহযোগিতা করেন। বড় ছেলেটি বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে কিছু কাজে সহযোগিতা করে।

সব কিছু ভালোই চলছিলো, কিন্তু সব তছনছ করে দেয় ভয়াবহ 'সিডর' ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমি কোন রকমে পরিবারের সবাইকে নিয়ে রক্ষা পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ঘরবাড়ি, স্বামীর আয়ের উৎস- নৌকা ও জালসহ সব কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে আমার স্বামীর আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের সবাইকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। সিডর-এর দুই দিন পরে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা ত্রাণ বিতরণ শুরু করলে আমার স্বামী তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসলে তাই খেয়ে দিন কাটাতাম। পরবর্তীতে আমার স্বামী দিনমজুর হিসেবে কাজ করা শুরু করে এবং থাকার জন্য একটি ছোট্ট ঘরের ব্যবস্থা করে। আমি নিজে ত্রাণ সংগ্রহ করার জন্য যেতে পারতাম না, কারণ সে সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কথা চিন্তা করে ত্রাণ বিতরণ করা হতো না।

আমি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বা দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ২০২০ সালে আমাদের এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-সহায়ক দল গঠন করা হয় এবং আমি সেই দলের সদস্য হই। এরপর আমি 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩' এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা সম্পর্কে জানতে পারি, যা আমাদের ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হয়েছে। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী হয়েও যে, আমি কিছু করতে পারি, তা জানার ও প্রমাণ করার কোন সুযোগ আমার ছিলো না, স্ব-সহায়ক দল আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। এখন আমি শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী মানুষ না, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অধিকারের জন্য দলের মাধ্যমে কাজ করি। এ ছাড়া দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ে এলাকার মানুষদেরকে সচেতন করতে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রদান করে থাকি, যাতে সবাই যার যার মতো করে প্রস্তুতি নিতে পারে। এখন আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী, অপসারণ ও ত্রাণ বিতরণসহ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান কাজে সম্পৃক্ত থাকি।

দিন বদলাচ্ছে, আমি শুনেছি সরকার এখন দুর্যোগে ঝুঁকি ও ভোগান্তি কমানের মাধ্যমে সবার অধিকার নিশ্চিত করতে নানা রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকারের কাছে আমার পরামর্শ হলো যে, আশ্রয়কেন্দ্রগুলো যেনো প্রতিবন্ধিতা বান্ধব হয়, দরিদ্র মানুষদের জন্য দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ করে দেয়, আর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও যেনো করা হয়, যাতে তারাও অন্য সবার মতো করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে।

JOBEDA BEGUM

A Journey Empowerment and Resilience

Hi, I am Jobeda Begum, 42 years old, born in a village in Southkhali Union of Sharankhola sub-district. My life took a challenging turn at a tender age of two, when a severe fever caused paralysis of my left side leg and arm. I can't use my left hand to do anything and have difficulties walking using my left leg. Despite my physical obstacles, my father, who had limited financial means, ensured I received an education with the hope that it would enable me to be self-reliant. My school years were marked with bullying from fellow students, leaving me disheartened and questioning why I had been subjected to this.

By the time I reached fifth grade, my education came to an abrupt halt due to financial constraints. In subsequent years, my father arranged for my marriage. I found happiness in my husband's family, and together we welcomed two sons. Contemplating my own life, I was determined to educate my sons, ensuring they wouldn't face the same challenges I had faced. Though I find everyday tasks to be physically demanding, Still, I try to do most of the

household chores. When my husband is home, he lends a helping hand, assisting with cooking, fetching water, and even doing laundry. Our elder son shares some of the chores after school.

Our lives took an unexpected turn, when the devastating Cyclone Sidor struck. We barely managed to escape its wrath. The cyclone wreaked havoc, causing extensive damages to our home and destroying my husband's means of livelihood - his boats and fishing nets. This destroyed his source of income, leaving our family in disarray. In the aftermath, my husband collected relief distributed by the government and NGOs, which temporarily sustained us. However, I couldn't personally collect relief at that time due to the lack of accommodations for persons with disabilities.

My understanding of disabilities and disaster preparedness was limited until 2020, when a Self-Help Group (SHG) composed of persons with disabilities were formed in our locality. I became an active member of this group, where I gained knowledge about the "Rights and Protection of Person with Disabilities Act-2013" and received training on early warning systems of cyclones and other related issues, which significantly reduced our vulnerability. As a woman with physical disability, I had previously lacked opportunities to showcase my abilities. The SHG provided me with a platform to advocate not only the rights of persons with disabilities, also for other marginalized communities. In addition to advocating for disability rights, we disseminate information gained from the training to raise awareness about disaster preparations, empowering everyone to take measures tailored to their needs. Today, we, persons with disabilities are actively engaged in disaster preparedness and response activities, including making lists, evacuation, and distribution of reliefs.

My suggestion to the government is to build accessible shelters for persons with disabilities, construct disaster-resilient housing for disadvantaged individuals, and offer disaster preparedness training and IGA to persons with disabilities, enabling them to mitigate disaster risks, just like any other citizen.

কবিতা রানী

জীবনের গল্প

আমি কবিতা রানী, বসবাস করি বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানাধীন ছোট একটি গ্রামে, যেটি একটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ স্থান। আমার বর্তমান বয়স ৪১ বছর এবং আমি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। বর্তমানে আমি দিনমজুরী পেশায় নিয়োজিত। ১৯৯৪ সালে আমার বিয়ে হয় এবং অনেক সুখের সংসার ছিলো আমার। কিন্তু সেই সুখ বেশি দিন টিকেনি। ১৯৯৯ সালে আমার স্বামী স্বর্গবাসী হন, আর সেই সময়ে আমি গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমার কোল আলো করে একটি কন্যা শিশু জন্ম হয়।

যেহেতু আমি বিধবা, তার উপর একটি কন্যা শিশু জন্ম দিয়েছি, সেহেতু শ্বশুরবাড়িতে আমার স্থান হয়নি এবং এক পর্যায়ে বাবার বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হই। আমার বাবার পরিবারে মোট ৭ জন সদস্য রয়েছে। তার মধ্যে ২ জন পুরুষ, ৩ জন নারী ও ২ জন শিশু। আমার ঘর আলাদা বিধায় আমিই পরিবারের প্রধান, যদিও একজন বিধবা নারী হিসেবে এবং সংসার চালাতে অনেক বাধার সম্মুখিন হতে হয়। বাবা এবং এলাকাবাসীদের থেকে মাঝে মাঝে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে থাকি, কিন্তু তা আমার পরিবারের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট না, ফলে আমি প্রায়শঃই আর্থিক সংকটের কারণে মানসিক চাপে থাকি।

আমি এলাকায় দুর্যোগে পূর্ব প্রস্তুতি এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সমাজে অবদান রাখার চেষ্টা করি। এ কাজে এলাকাবাসী আমাকে সহযোগিতা ও মানসিক ভাবেও উৎসাহিত করে থাকেন। নানান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার ফলে দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তার অর্থ আমি বুঝতে পারি। নারী

হিসেবে আমি নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে ও অবস্থান কালে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখিন হই, যেমন- যাতায়াতে সমস্যা, অপসারণ এবং আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে নিরাপত্তার অভাব, খাবারের ও টয়লেটের সমস্যা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, পানির সমস্যা। দুর্যোগের পরেও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- ঘরবাড়িতে পানি উঠা, যার কারণে ঘরে থাকা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়, লাকড়ি বা অন্যান্য জ্বালানীও ভিজে যায় ফলে ত্রাণ হিসেবে পাওয়া খাদ্যদ্রব্য রান্না করায় সমস্যা হয়, তখন খাদ্যের অভাবে পরতে হয়। যে কোন দুর্যোগের পর সাধারণত সুপেয় পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়, তাই পানিবাহিত রোগে মানুষ জন আক্রান্ত হয়।

আমার মেয়েকে নিয়ে এই সমস্যাগুলো ছোট-বড় যে কোন দুর্যোগের পর আমাকে মোকাবেলা করতে হয়। ত্রাণ সহায়তাসহ অন্যান্য যে কোন সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হই নানান কারণে, যেমন- জনপ্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার তালিকায় না থাকা, সঠিক সময়ে তথ্য না পাওয়া, বরাদ্দ কম থাকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে নারীদের অংশগ্রহণ কম ইত্যাদি।

এতো কিছুর পরও আমি স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করি, যেমন- আমার পাড়ার সব পরিবারগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা, দুর্যোগ কালে গর্ভবতী নারীদের খেয়াল রাখা ইত্যাদি। দুর্যোগের পরে বিশুদ্ধ সুপেয় পানি ও পয়নিষ্কাশন সমস্যা হয়, ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়সহ নানান পানিবাহিত রোগ দেখা দেয়। সে সময় আমি বিশুদ্ধ পানি কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং স্বাস্থবিধিগুলো সম্পর্কে এলাকাবাসীদের সচেতন করি। আমার নিজের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য একটি মজবুত ঘর ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি প্রয়োজন। যদিও আমি নিশ্চিত না কীভাবে আমার এই প্রয়োজনগুলো মিটবে। কিন্তু আমি আশাবাদী, কারণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার ফলে আমি অনেক তথ্য জানি। সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা পেলে আমি পারবো আমার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে পারবো। আমি মনে করি দুর্যোগ সাড়াদান কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে বিশেষ করে নারী ও গর্ভবতী নারী, শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।

KABITA RANI

Gender, Disability, Disaster and Resilience

My name is Kabita Rani and I live in a small village of Bagerhat, a coastal district, which is prone to disasters. I'm 41 years old and have completed my secondary level education. I work as a daily labourer to support my family. My life took a tragic turn when my husband passed away and I was left to raise our newborn daughter alone.

As a widow with a baby girl, I was forced to leave my in-laws' house and move to my father's house. Currently I am living in a separate house adjacent to my father's. As a head of the household, it's difficult for me to manage, and sometimes I have to rely on my father and neighbours for occasional financial support.

Despite my personal struggles, I volunteer in disaster preparedness and awareness-raising activities in my community. I find fulfilment in serving others, and the locals have been supportive and encouraging. Through various training programs, I've learned about the importance of early warning messages and how to respond to disasters. However, as a woman, I face several challenges, such as, a lack of transportation and security in shelters, and inadequate access to food, healthcare, and water.

After every disaster, my daughter and I face numerous challenges, including waterborne diseases due to a shortage of clean water. I try to help my community by encouraging families to go to shelters, taking care of pregnant women, and educating them on how to prepare clean water and also follow hygiene protocols. However, receiving relief is often challenging, as we are not on the priority list of public representatives, and we receive information later compared to persons without disabilities.

Despite the difficulties, I remain optimistic and believe that increasing women's participation in disaster risk management programs is crucial. Women's involvement will ensure that the needs of pregnant women, children, the elderly, and the sick are met. I hope to have a well-built home and a stable source of income to reduce the risk of disasters for my family. Although I'm not sure how to achieve these goals, I'm confident that I will be able to achieve them with the knowledge and skills that I have acquired from the training courses I have attended and with support of my SHG and of course with the community support.

রাজিয়া সুলতানা

একজন প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষমতায়নের জয় যাত্রা

আমি রাজিয়া সুলতানা, আমার বয়স ২৭ বছর, এবং স্বামীর সাথে বসবাস করি। ঝিনাইদহ জেলার একটি কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। আমি পরিবারের বড় সন্তান এবং ১০ মাস বয়সে আমি শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হই। ওই সময়ে আমাকে একটি টিকা দেয়া হয় আমার বাম পায়ে, এবং দুঃখজনকভাবে এক মাস পর টিকার স্থানটিতে সংক্রমণ দেখা দেয়। বেশ কয়েকবার অস্ত্রোপাচার করার পর সংক্রমণের স্থানটিতে একটি হাঁড় বের হয়ে আসে এবং বাম পা ছোট হয়ে যায়, ফলে আমি আর আগের মতো চলাফেরা করতে পারি না। সারাজীবন ধরে সমাজের মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হয়ে আসছি এবং মৌখিক নিপীড়ণের শিকার হয়েছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবো না।

আমার পড়ালেখার জন্য ২০১৫ সালে আমি ঢাকায় চলে আসি এবং বর্তমানে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করছি। পকেট খরচ বহন করার জন্য আমি খন্ডকালীন কাজ খুঁজি এবং একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে কাজ পাই এবং এখানেই আমার স্বামীর সাথে পরিচয় ও ২০২০ সালে বিয়ে করি। প্রথম দিকে শ্বশুর বাড়ি আমাকে মেনে নিতে চায়নি, কিন্তু পরে মেনে নেয়। তবে শ্বশুরবাড়ীর প্রতিবেশীরা এখনো নেতিবাচক কথাবার্তা বলে।

ভাগ্যক্রমে আমার কর্মস্থলে পরিচয় হয় মোঃ শামীম হোসেন নামে একজন স্বেচ্ছাসেবীর সাথে, তিনি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরও সদস্য। তিনি প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কাজে আমাকে সম্পৃক্ত করেন এবং কমিটিতে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত করেন। ফলে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও সেগুলো কীভাবে পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে জানতে পারি। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের পরিচালিত সিডিডি'র সহযোগিতায় "অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারণ কার্যক্রমসহ প্রাথমিক চিকিৎসার" উপর প্রশিক্ষণ লাভ করি। এরপর থেকে আমি এলাকায় বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনামূলক কাজ করে আসছি।

কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছি, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মাইকিং করে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাস্ক বিতরণ, জীবাণুনাশক ছিটানো, সোপি ওয়াটার তৈরীর উপায় এলাকাবাসীকে শিখানো, লিফলেট বিতরণ করা, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করে অক্সিজেন ব্যাংক চালু করা ইত্যাদি।

আমি দুর্যোগে সাড়াপ্রদান হিসেবে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে রাখি, যেমন- অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে চুলার পাশে পানি ও বালুর ব্যবস্থা রাখা, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাইপ ও রেগুলেটর পরীক্ষা করে দেখা এবং রান্নাঘরের জানালা খোলা রাখা ইত্যাদি। জরুরি অবস্থায় আমার প্রতিবন্ধিতা কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, যেহেতু আমি দ্রুত চলাফেরা করতে পারি না, ফলে আমার দুর্যোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো- আমি একজন মানুষ গড়ার কারিগর হতে চাই, যাতে করে আমি ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভালো একটা স্থানে নিয়ে যেতে পারি। প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বানাতে চাই প্রতিবন্ধিতাবান্ধব এবং সেখানে থাকতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। একজন প্রতিবন্ধী, শিক্ষার্থী ও চাকুরীজীবি নারী হিসেবে আমি অন্য প্রতিবন্ধী নারীদেরকেও উৎসাহিত করবো যেনো তারা সামাজিক বাধাগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত করে ঘরের বাইরে এসে নিজেদেরকে গড়ে তুলে এবং বিভিন্ন আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়। প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হবে এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

RAZIA SULTANA

A Women with Disability's Journey towards Empowerment

I am Razia Sultana, 27 years old and living with my husband. I was born in a village of Jhenaidah district in a farmer family. I am the eldest child in my family and I acquired physical Disability at the age of 10 months old. At that age, I received a vaccination in my left leg, which unfortunately led to an infection. Subsequent surgeries were performed, but the infection persisted. After several surgeries, a bone emerged from the infected area, causing my left leg to become shorter and resulting in a disability that affected my mobility. Throughout my life, I have encountered negative attitudes and verbal abuse from society, but I have chosen not to dwell on these experiences.

In pursuit of my education, I moved to Dhaka in 2015 and currently I am studying Bangla Literature. To bear some cost of study, I sought part-time work

and became a data collector for a research organization, where I met my husband, and we got married in February 2020. Initially, my in-laws were hesitant to accept me, but eventually they did. However, negative comments from neighbours are still persisting.

Fortunately, I met an Urban Community Volunteer at my workplace and a member of the Ward Disaster Management Committee and he introduced me to disability-inclusive disaster risk reduction and encouraged me to join the committee as a representative of women with disabilities. Through various training programs, I learned about the rights of persons with disabilities and how to advocate for their rights. In 2021, I received first aid and rescue operation training as an Urban Community Volunteer through Bangladesh Fire Service and Civil Defence, organized by CDD. Since then, I have been raising awareness about disaster preparedness in my community. During the 2020 COVID-19 pandemic, I actively participated in various awareness campaigns through loudspeakers, distributing masks, spraying disinfectants, teaching residents to make homemade sanitizers, distributing leaflets, and establishing an Oxygen Bank to provide emergency oxygen support to affected individuals.

I take precautionary measures like keeping water and sand near the stove to put out fires, regularly checking gas cylinder pipes and regulators, and ensuring kitchen windows are open. My disability may pose few challenges in emergency situations, as I cannot move quickly, increasing my vulnerability to disasters.

Looking ahead, I aspire to become a catalyst for positive change and empower future generations. I advocate for disability-friendly educational institutions. As a woman with disabilities, who is studying and working, I encourage other women with disabilities to break free from societal constraints and engage in income-generating activities. Women empowerment measures should include prevention of violence against women and creating a safe environment.

সালমা বেগম

সিপিপি'র একজন নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমার পথচলা

আমি সালমা, বয়স ৪৩ বছর এবং আমি বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলায় ছোট একটি গ্রামে বসবাস করি। আমার পরিবারে মোট পাঁচজন সদস্য রয়েছে (তিন জন পুরুষ, দুই জন নারী), আমি বিবাহিত এবং আমার স্বামী পরিবারের প্রধান। আমি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি।

সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী মানুষসহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে উদ্ধারসহ নানান ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হই। একজন নারী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখিন হতে হয়, যেমন- নিরাপত্তার অভাব, পারিবারিক বাধা, নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে সমাজের নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি। দুর্যোগের সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য কোন নির্দিষ্ট কক্ষ না থাকা, প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য ও পানির সরবরাহ না থাকা, আলোর কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য নিরাপত্তার অভাব, যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম হয়ে যাওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি।

একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমি পরিবার ও এলাকায় দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং আমার পরিবারে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো করে থাকি, যেমন- ঘরের পাশের গাছের ডাল কেটে ছোট করা, ঘর রশি দিয়ে বেঁধে রাখা, জরুরী কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, শুকনো খাবার সংরক্ষণ করা, সাইক্লোনের পূর্বাভাষ ঘোষিত হলে কলস বা মুখ বন্ধ করা যায় এ রকম পাত্রে পানি ভরে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ইত্যাদি। এ সব কাজে পরিবার থেকে সহযোগিতা পাই, কিন্তু আমার মাথায় সব সময় থাকে দুর্যোগের সময় আমি যেনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সব ধরনের মানুষের ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারি। আগাম সতর্ক সংকেত জারী হলে আমি সেটি এলাকার মানুষদের মাঝে প্রচার করি, চেষ্টা করি বার্তাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সবার কাছে পৌছাতে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত

হই। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবীদের ডেপুটি টীম লিডার হিসেবে আগাম সতর্ক বার্তা দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমার কাছে চলে আসে। আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী মা, শিশু, বৃদ্ধদেরকে আগেই আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে থাকি।

একবার দুর্যোগকালীন সময়ে তাফালবাড়ী একজন গর্ভবতী নারী আশ্রয় কেন্দ্রে এলে তার জন্য প্রয়োজনী সেবার ব্যবস্থা করি, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা থাকার, খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ঘুর্ণিঝড় সিডরের সময় আমার মা ও শ্বাশুড়ীকে আমি হারাই, আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের বাঁচাতে পারিনি, কারণ এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায় তারা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে পারেনি। এখন কিছু আশ্রয়কেন্দ্র হয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখনো প্রতিবন্ধিতা বান্ধব নয়।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিষয়গুলো আমার মনে গেঁথে আছে সেটি হলো, সিডরে অনেক মানুষের লাশ ভেসে যেতে দেখেছি। দাফন দেয়ার মতো সব জমিন পানি নিচে থাকায় দাফন করার কোন উপায় ছিলো না, এছাড়া এক সাথে ৫০ জন মানুষের লাশ দাফনের জন্য প্রয়োজনীয় কাফনের কাপড়ও ওই সময় সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো না। অনেক মানুষকে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখেছি, ইচ্ছা থাকলেও উদ্ধার করতে পারিনি, কারণ উদ্ধার করার জন্য যে সব সামগ্রীর প্রয়োজন, সেগুলো তখন আমাদের কাছে ছিলো না।

নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমার কিছু পরামর্শ- এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্র বাড়ানো এবং সেগুলো প্রতিবন্ধিতা বান্ধবভাবে নির্মাণ করা, নারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি বৈষম্যতা দূর করা, নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে।

SALMA BEGUM

My Journey as a Woman Volunteer of Cyclone Preparedness Programme

I am Salma, 43 years old and I live in a small village near to Sunderban, the largest mangrove forest in the world. I am married, and my husband is the head of the family. I studied up to grade ten and passed the Secondary School Certificate examination.

As a volunteer of Cyclone Preparedness Programme (CPP), I am involved in various activities including rescuing persons with disability and other marginalized groups. A woman has to face many obstacles, while working as a volunteer, e. g. a lack of security, disapproval and negative attitudes towards women's participation from the society, etc. During disasters, people have to face many problems, for example - no separate room or space for women in the cyclone shelters, no specified room or space for pregnant mothers,

inadequate food and drinking water supply, insecurity due to a lack of lights (power cut and no alternative power supply), and disrupted road transportation and telecommunication, a lack of first aid materials and trainer persons etc.

My role as a volunteer when we are not responding to disasters, I advise families and communities to practice disaster preparedness activities and carry out the same activities in my home, such as, trimming tree branches near the house, securing the house with ropes, packing emergency papers, storing dry food etc. If a cyclone is forecasted, a water filled clay made water pot can be buried under the ground after closing the top properly, etc.

I always keep in my mind that I am able to help minimize the loss and damage for people including persons with disabilities during disasters. When an early warning signal is issued, I disseminate it among the people in the area, try to reach everyone including the persons with disabilities and engage in other activities as directed by the team leaders. As I am Deputy Team Leader of CPP volunteers, I receive the early warning message by default, and once I receive it, I take initiatives to send people to cyclone shelters, giving priority to persons with disabilities, pregnant mothers, children and elderly people.

I lost my mother and mother-in-law both during the cyclone Sidr, as there were not adequate numbers of cyclone shelters at that time. Now, there are quite a number of cyclone shelters, but they are not disability friendly. During the cyclone Sidr, I remember watching at least 50 dead bodies floating away, we had to let them go, as we didn't have the necessary materials and equipment to recover them.

To make disaster preparedness and response more gender friendly and responsive to diverse needs of persons with disability, elderly, children, women and other marginalized people, we must increase the number of women CPP volunteers and take measures to prevent any gender based discriminatory practices within the CPP process.

সমাপ্তি ডাকুয়া

একজন নারী ও পরিচর্যাকারীর দুর্যোগ মোকাবেলা

সমাপ্তি ডাকুয়া, বয়স ২৬ বছর এবং বিবাহিত, বসবাস বলেশ্বর নদীর তীরে রায়েন্দা গ্রামে। সমাপ্তি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পেরেছে। পরিবারে মোট পাঁচজন সদস্য রয়েছে, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ, দু'জন নারী, একজন শিশু। তার নিজের কোন প্রতিবন্ধিতা নেই, কিন্তু প্রতিবন্ধিতা তার নিত্যদিনের সঙ্গী, কারণ তার ছেলেটি সেরেব্রাল পালসিতে আক্রান্ত একজন প্রতিবন্ধী। দুর্যোগ মোকাবেলা করা এবং পরিবারের সবার টিকে থাকা নিশ্চিত করা খুবই দুরহ কাজ।

সমাপ্তি বলে তার অনেকগুলো পরিচয় আছে, যেমন- তিনি একজন নারী, বিবাহিত, একজন গৃহিনী, একজন মা, একজন পরিচর্যাকারী, খন্ডকালীন দর্জি এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক। তার ছেলেটি সেরেব্রাল পালসিতে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী হওয়ায় ওর দৈনন্দিন সব কাজে সহায়তা দিতে হয়, তাই সমাপ্তিকে দিনের অনেকটা সময় ছেলেটির জন্য বরাদ্দ রাখতে হয়। সমাপ্তি বলেন যে, 'ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে করতে মাঝে মধ্যে নিজে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি, কিন্তু মাঠকর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি মানসিকভাবে দৃঢ় হতে পেরেছি। আমি অনেক কিছু জেনেছি ও শিখেছি, যেমন- পরিচর্যা দেয়ার আরো ভালো ও কার্যকরী উপায়সমূহ এবং ছেলেকে নিজের কিছু কাজ নিজে করা শিখানোর উপায় ইত্যাদি।

সমাপ্তি সচেতন যে,, প্রতিবন্ধিতার কারণে তার সন্তানের দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। আর এ কারণেই দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আগাম প্রস্তুতির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যা তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে জানতে ও শিখতে পেরেছেন, যেমন- এলাকায় মাইকিং করা, আশেপাশের মানুষদের সচেতন করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, আশ্রয় কেন্দ্র নির্ধারণ করা,

প্রতিবন্ধী মানুষসহ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর তালিকা হালনাগাদ এবং তাদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে রাখা ইত্যাদি।'

সমাপ্তি আরো জানান যে, সাইক্লোনের সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে আগে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হতো, কিন্তু তিনি নিজে ও সংশ্লিষ্ট সবাই প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর আর তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না বলে তিনি জানিয়েছেন।

সমাপ্তি'র মতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য এখনো অনেক ব্যবস্থা নিতে হবে, যেমন- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তাগুলোর মেরামত প্রয়োজন, যৌন হয়রানি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্রে নারী-পুরুষের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে প্রতিবন্ধিতা বান্ধব করা, টয়লেট ব্যবস্থার উন্নতি ও আলোর ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি।

সমাপ্তি মনে করেন যে, দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সবার দক্ষতা বৃদ্ধি করা উচিৎ, যাতে সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জনগণই তাদের নিজেদের দায়িত্ব নিতে পারে। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের জন্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারণ একজন আত্মনির্ভরশীল মা'ই পারে তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

SAMAPTI DAKUA

Gender, Disability, Caregiving and Disaster Vulnerability

Samapti Dakua, a 26-year-old woman and a caregiver, lives in a village along the Baleshwar River. She could finish her education till 12th grade. Her family consists of five members, including two men, two women, and one child. Her daily life revolves around caring for her son, who is a child with quadriplegic cerebral palsy. Coping with disasters and ensuring their survival is a significant challenge for her.

Samapti claims that she has too many roles to play, e.g. a woman, a married individual, a homemaker, a mother, a full time caregiver, a part-time tailor, and a community volunteer. Her son's level of disability requires support 24/7, which means she spends most of her day attending to his needs. She confided that sometimes she becomes extremely anxious thinking about her son's future, what will happen to him when she dies? However, she finds strength through the encouragement and support of the field workers of a non-government organization. She says that she has learned many things about better and easier ways of providing care and also to teach him to do a few things by himself from them also.

Recognizing that her child is at a higher risk in the event of a disaster, due to his disability, Samapti emphasizes on the importance of disaster preparedness. She has acquired knowledge and skills on various issues e.g. conducting community awareness, ways to prevent damages of important documents, selecting shelter, and the making a list of vulnerable people, which includes persons with disabilities and the location of their residences by attending different training courses.

Before receiving training on disability-inclusive disaster risk management and disability-inclusive Search, Rescue and Evacuation Samapti and other concerned persons used to face numerous challenges when seeking shelter during cyclones.

However, after this training, they feel better equipped to handle such situations. Samapti thinks that several critical steps must be taken to mitigate disaster risks. These include repairing roads leading to shelters, implementing stringent measures to prevent sexual harassment, providing separate space for men and women in shelters, accessibility in cyclone shelter considering all types of disabilities, improving sanitation facilities in the shelters, and ensuring adequate access to clean water.

Samapti believes that everyone should receive training on disaster preparedness, this will help to reduce the reliance on government assistance. Additionally, empowering women with alternative employment opportunities is crucial, as financially independent mothers can better safeguard their families.

সাথী আক্তার

একজন নারী স্বেচ্ছাসেবকের প্রতিকৃতি

আমি সাথী আক্তার, আমার বয়স ২২ বছর, সুন্দরবনের কাছে একটি গ্রামে আমার জন্ম ও বসবাস। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না, কিন্তু তারপরও আমাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয় পড়াশুনা করার জন্য। আমিও মনোযোগী হয়ে পড়াশুনা করছি, এবং আমার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা যে, আমি বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবো এবং মানুষের সেবায় কাজ করবো। সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন শুরু করি আমি যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পরি তখন থেকেই। ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময় আমি খুব ছোট ছিলাম, কিন্তু তখনই আমি আশ্রয়কেন্দ্রে এসে অবস্থানরত মানুষের পিপাসা নিবারণের জন্য আমি পানি দেয়ার কাজে বড়দের সহযোগিতা দেয়া শুরু করি। আম্ফান, নার্গিস, বুলবুল, ফনি, ইয়াস ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড়েও আমি নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা নিয়ে কাজ করেছি।

দু:খজনক হলেও সত্যি যখন নারী হিসাবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে যাই আমাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি কথা শুনতে হয়েছে, যেমন- নারীরা থাকবে ঘরের মধ্যে, তুমি ঘরের বাইরে গেলে পর্দার খেলাপ হবে ইত্যাদি। আমি সে সব কথা তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশু, গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ নারী এদের চাহিদা অনুযায়ী যতোটুকু করতে পারি, সেই অনুযায়ী সাধ্যমতো সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করি।

আমি একজন নারী নেত্রী হিসেবে নিরলস চেষ্টা করি সমাজে অবদান রাখার জন্য। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সিডিআরটি দলের সদস্য হয়েছি এবং প্রশিক্ষণে মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম ও চলাকালীন সময়ে করণীয় বিষয়ে মোটামুটি জানতে পেরেছি। সিএসও সদস্য হিসাবেও কাজ করি যাতে গ্রামের উন্নয়ন করতে পারি।

২০২০ সালে সাউথখালী ইউনিয়নে সিডিডি নামে একটি বেসরকারি সংস্থা এলো, যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা শুরু করে। আমার জানা মতে এভাবে কোন সংস্থা আগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করতো না। সিডিডি'র মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সব কাজ করতে পারে যদি সেই সুযোগ তৈরী করে দেয়া হয়।

আমি ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সংকেত উঠান বৈঠকের ও

মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারে সহযোগিতা করে থাকি। সিপিপি দলের সাথে যোগাযোগ করে এলাকায় কাজ করি যাতে বিপদ সংকেত হলে শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী মা ও বৃদ্ধরা যেনো আগে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে পারে এবং মহাবিপদসংকেত হলে সবাই যেন নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে চলে আসে তা নিশ্চিত করার জন্য।

আমি নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কিছু সুপারিশ রাখতে চাই, যেমন- দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য দুর্যোগের আগে, চলাকালীন ও পরে কি করা উচিত সেই বিষয় সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সেই সাথে দুর্যোগের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ বিতরণে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

SATHI AKHTAR

Portrait of a Female Volunteer

I am Sathi Akhtar, a 22-year-old woman and was born and raised in a village near Sundarbans, the largest mangrove forest in the world. Despite my father's financial struggles, he made sure that I received an education. I always had a passion for serving people and began volunteering when I was in fifth grade. During Cyclone Sidr, I helped the elders in the shelter by providing them drinking water. I continuously played a leadership role during the subsequent cyclones like Amphan, Nargis, Bulbul, Fani, Yaas, and others.

As a woman volunteer, I was victim of a number of abuses and criticism, e.g. being told that women should stay in their homes, if I move outside of the

home, then I will lose my modesty. Despite these challenges, I remained dedicated to voluntary work. I provide assistance to persons with disability, women, children, pregnant women, and elderly women staying in the cyclone shelters. I always try to contribute to the development process and become a member of the Bangladesh Red Crescent Society's CDRT team and attended in many training courses. I also work as a CSO member to help develop my village.

In 2020, CDD a non-governmental organization, arrived in Southkhali Union to work with persons with disabilities. I learned that people with disabilities can do anything, if they are given the opportunity. I promote early Cyclone Signals through meetings and using loudspeakers and liaise with the CPP team to ensure that children, persons with disability, pregnant mothers, and the elderly people are reaching shelters first in case of high danger signals.

As a female volunteer, I recommend that everyone should receive training on what to do before, during, and after a disaster to reduce the disaster risk. Employment opportunities should be provided for the poor, and women volunteers should be prioritized in the distribution of disaster relief materials.

শিরিন আক্তার

নারীর পুঞ্জিভূত বৈষম্যের প্রতিভূ

আমার শিরিন আক্তার, বয়স ৩৩ বছর, আমি একজন বিবাহিত ও শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী। আমি একজন শ্রমিক হিসেবেও কাজ করি। বসবাস করি সুন্দরবনের পাশ ঘেষেই একটি গ্রামে। আমার পরিবারে চারজন সদস্য আছে, আমি, আমার স্বামী এবং দু'টি ছেলে। আমার স্বামী অন্য জায়গায় বসবাস করে বিধায় আমিই পরিবারের প্রধান, আবার অন্যদিকে সমাজে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও কাজ করি।

আমার প্রতিবন্ধিতার জন্য কোন সমস্যার সন্মুখীন হই না, কিন্তু আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে কারণে আমাদের কোন খোঁজ নেয় না ও কোন রকম আর্থিক সহায়তা করে না, যার কারণে আমি একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকি।

আমার ক্রমবর্ধন দুর্যোগ ঝুঁকির কারণ হলো, নারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে গিয়ে দেখা যায় যে, দুর্যোগের সময় ঘরের বিভিন্ন কাজে আমি ব্যস্ত- শিশুদের ও সংসার সামলানো, আর সংসারের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থাকার ফলে দুর্যোগে নারীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের কাছে তথ্য সময় মতো পৌঁছায় না, তাদের সাথে আলোচনা না করে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুর্যোগের আগে, কালীণ বা পরে পরিবারের খাবার ও পানির ব্যবস্থা নারীকেই করতে হয়, আর সেটি করতে গিয়ে পরিবারের বা সমাজের তেমন একটা সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

আমি নারী হলে কী হবে, সমাজে ও পরিবারে একজন পুরুষের মতোই ভূমিকা রাখি। আমার কিছু সমস্যার সমাধান করতে না পারার প্রধান কারণগুলো হলো- নারী হিসেবে আমরা নানা বৈষম্যের

শিকার হয়ে থাকি, আর্থিক অসচ্ছলতা, নারীদেরকে অনেক বেশি সময় ঘরে থাকতে হয় ইত্যাদি। আমি সতর্কবার্তার অর্থ বুঝি, ফলে দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি, যেমন- ঘরের পাশে বড় গাছ থাকলে তার ডালগুলো কেটে দেয়া, কারও ঘর নড়বড়ে হলে শক্ত দড়ি টেনে বাঁধার জন্য বলা, আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া এবং সাথে কী কী নিতে হবে সেটা বলা এবং সাথে করে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাই।

২০০৭ সালের পর থেকে অনেক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে বেঁচে আছি। তারপর বিভিন্ন এনজিও আমাদের ইউনিয়নে কাজ করে। আমি উদয়ন, বাংলাদেশ রূপান্তর এবং কোডেক-এর সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বিভিন্ন কমিটির সাথে যুক্ত আছি। আমি মনে করি নারীদের সচেতনতামূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী নারীরাও পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে সক্ষম। সংশ্লিষ্ট সবার উচিৎ সেই সুযোগটা তৈরি করে দেয়া।

SHIREEN AKHTER

The epitome of intersectionality

My name is Shireen Akhtar, and I am 33 years old. I am a married woman living in a village near the Sundarbans, and I have two sons. I work as a labourer to support my family. Despite having physical disability, I am the head of my family, as my husband is not part of our lives as he lives with another family from his 2nd marriage.

My disability doesn't cause that much problems for me, but I have to work hard to make ends meet. In addition to my work, I also volunteer in the community. I find myself at an increased risk during disasters because as a woman, I am often responsible for household tasks and taking care of the family. Women like me often face difficulties during disasters, such as a lack of timely information and exclusion from decision-making processes. Despite these challenges, women are expected to provide food and water for the family

without much support from society or their families.

Although I am a woman, I play a role similar to that of a man in my family and community. However, I face discrimination, financial hardships, and long periods of confinement to my home, which limit my ability to address some of these issues effectively.

I know the meanings of the early warning signals, which enables me to take proactive measures like trimming tree branches near my house, helping neighbours secure their homes with strong ropes, and advising them on what to bring to the cyclone shelters.

I have survived many disasters since 2007 and have collaborated with various NGOs in my union, including Udayan, Bangladesh Rupantar, and CODEC. I have worked as a volunteer in different committees and believe that women, both with or without disability, need more awareness and training. Given the opportunity, they can work alongside men in various development initiatives. It is essential for all to create such opportunities for women.

সুফিয়া বেগম

একজন দুর্যোগ যোদ্ধার গল্প

সুফিয়া বেগম, বয়স চল্লিশ বছরের কিছু উপরে এবং সুন্দরবন ঘেষা ভোলা নদীর তীরে তার বসবাস। তার পরিবারে চার জন সদস্য আছে, যাদের দেখাশুনার ভার তার উপরেই ন্যস্ত। তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পেরেছেন। পেশায় তিনি জেলে, ফলে দুর্যোগ তার নিত্য সঙ্গী। একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী হিসেবে তাকে নানা রকম হয়রানীর শিকার হতে হয়, কিন্তু সেগুলো মোকাবেলা করেই তার পেশাগত ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়।

যদিও অনেক পরিশ্রম করেন তিনি, কিন্তু তারপরও আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়, যেমন- চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ডাক্তার দেখাতে ও ওষুধ কিনতে পারেন না, খাবারের তালিকায় আমিষ থাকে না, থাকার ঘরটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন না ইত্যাদি। আর এ কারণেই সব সময় এক ধরনের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি থাকেন, মনের মধ্যে একটি আশংকা কাজ করে যে, যদি পরিবারের কারো কোন কঠিন রোগ হয়, তখন কীভাবে তার চিকিৎসা করাবো, বা যদি কোন ঝরে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে পরে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন কোথায় গিয়ে থাকবো, পরিবারের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করবো ইত্যাদি দুশ্চিন্তা মাথায় ঘুরে।

সুফিয়া বেগমের দুর্যোগের সাথে যেহেতু তার নিত্য বসবাস, সেহেতু তিনি দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, যেমন- পূর্ব সর্তক বার্তা পেলে নিজে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া এবং অন্যদের প্রস্তুতি নিতে বলা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরাপদ স্থানে রাখা, হাঁস মুরগী, গরু ছাগল নিরাপদ স্থানে রাখার পরামর্শ দেয়া এবং সময় হলে সাথে করে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া; আশ্রয়কেন্দ্রে গেলে সঙ্গে করে শুকনা খাবার ও খাবার পানি সাথে করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তিনি দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা নানা উৎস থেকে পেয়ে থাকেন, যেমন- মাইকিং, পতাকা উত্তোলন এবং রেডিও টেলিভিশনে খবর এবং তিনি অবহিত আছেন যে, সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকরা এগুলো প্রচারে সহযোগিতা করে থাকে।

তিনি জানান যে, আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে তেমন কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় না, তবে, যাতায়াতের ব্যবস্থা ভাল না থাকায় অনেক আগে যেতে হয়। আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে কিছু সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়, যেমন- কেন্দ্রে নারী-পুরুষের আলাদা কক্ষ না থাকা, পর্যাপ্ত খাবার ও পানির ব্যবস্থা থাকে না, নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হয় না, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি।

দুর্যোগের পরে অনেক সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় সুফিয়া বেগমকে, যেমন-রান্না বান্নার ব্যবস্থা থাকে না, যাতায়াতের ব্যবস্থা খারাপ হয়ে যায়, হাঁস মুরগী গরু ছাগলের ক্ষতি হয়, বিশুদ্ধ পানির অভাব ও খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। দুর্যোগের পরবর্তী পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রেও নানান সমস্যা তাকে মোকাবেলা করতে হয়, যেমন- নারী হওয়ার কারণে সহায়তা বিষয়ে তথ্য সময় মতো পায় না, পেশার কারণে বৈষম্যের শিকার হতে হয় ইত্যাদি। তার দুর্যোগ ঝুঁকি এবং অসহায়ত্ব কমানোর জন্য পুকুরের মাছগুলো যেনো বের হতে না পারে, সেই জন্য পুকুরের পাশ উচুঁ করে নেট দিয়ে ঘেরা প্রয়োজন। সুফিয়া বেগমের একটি "জেলে পরিচয়পত্র" আছে, সেটির সূত্রে তিনি কিছু অনুদান পান।

সুফিয়া বেগম বলেন যে, 'নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবেলা করেই সেগুলো কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করি। কারণ আমি ছাড়া আমার সমস্যা সমাধান করার তো কেউ নেই। সরকারি সেবা-সুবিধা সম্পর্কে আমি জানি, কিন্তু সেগুলো সব সময় গ্রহণ করতে পারি না, কারণ ঘরের ও আয়মূলক কাজে ব্যস্ত থাকায় কোথায় কোন্ সেবা কখন দেওয়া হচ্ছে, সে তথ্যগুলো সময় মতো জানতে পারি না। আমি মনে করি নারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন, যাতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।"

SUFIA BEGUM

A Resilient Warrior's Journey

Sufia Begum is a woman who lives in a village adjacent to Sundarbans along the banks of Bhola River. She is around forty years old and has a family of four that depends on her. Sufia's profession is fishing, and could study up to 5th grade. Her profession is a hazardous one, and she encounters disasters on a regular basis. Apart from this, she also faces various forms of harassment as she is divorced. Despite all these difficulties, Sufia remains steadfast in fulfilling her professional and familial duties.

Though Sufia works hard, it is very difficult to afford medical care, buy nutritional food, or regular maintenance of the house her family lives in. This constant financial struggle leaves her anxious, thinking how she will manage if there is a severe illness within the family or extensive damage caused by extreme weather.

Living in an area, where disasters are frequent occurrences, Sufia is well-versed in disaster preparedness. She diligently prepares herself and encourages others to do the same. She emphasizes the importance of securing important documents, securing livestock, and seeking shelter when warnings are issued. When the need arises, she brings dry food and water for her family during shelter stays.

She recognizes the invaluable role played by the volunteers of the Cyclone Preparedness Program (CPP) in disseminating early warning and signals. Though reaching the shelter is not a problem, but a lack of adequate transportation compels her to leave earlier than desired. Her shelter experiences are marred by challenges, including shared spaces for both men and women, insufficient food and water, inadequate safety measures for women and girls, and limited access to medical care.

During the post-disaster, Sufia confronts an array of difficulties, including the absence of cooking facilities, disrupted transportation and market, losing livestock, and shortages of clean water and food. Obtaining institutional support for recovery is challenging, primarily due to a lack of access to information for women and discrimination linked to her profession.

To mitigate disaster risks and protect her fishpond, Sufia needs to encircle it with nets to prevent fishes from escaping. Her "Fisher's identity card" provides her with some much-needed grants from the government.

Sufia says, "I confront my limitations head-on, because it is only me, who can solve my problems. While I am aware of government services and facilities, but, I can't always access them, due to the demands of my household and my work. Women need comprehensive training to enhance their resilience to disasters and climate change and empower them to protect themselves."

BLANK PAGE

Inner Back

Contact:
Centre for Disability in Development (CDD)
A-18/6, Genda, Savar, Dhaka-1340
Mobile: 01713021695, Email: info@cdd.org.bd, Website: www.cdd.org.bd

GRRIPP
Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice

CDD Centre for Disability in Development
Bringing hope, dignity and meaning to life